তারিখ 02 JUN 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব কি হচ্ছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গত ক'দিন ধরে ক্যাম্পাসে গোলাগুলির পাশাপাশি চলছে অশ্লীল গালাগালি। গুলিবর্ষণে ক্লান্ত হলে বন্দুকধারীরা প্রতিপক্ষের প্রতি ছুড়ে দেয় অশালীন বাক্যবাণ। কন্ঠযুদ্ধে ক্লান্ত হলে তারা আবার শুরু করে বন্দুকযুদ্ধ। এভাবে গোলাগুলি আর গালাগালির মহড়ায় রাতের স্তব্ধতা ভেঙ্গে যায়। ভেঙ্গে যায় ছাত্রছাত্রীদের ঘুম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর পাশেই আবাসিক শিক্ষকদের বাসা। শিক্ষকরা পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করেন সেখানে। জহুরুল হক হল আর সলিমুল্লাহ হলের পাশেই ফুলার রোডস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকা। গুলির শব্দ সন্ত্রস্ত থাকেন এসব বাসার অধিবাসীরা। গত ক'দিনের রাতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে একজন আবাসিক শিক্ষক জানালেন, গোলাগুলির শব্দ তবুও সহ্য করা যায়। নিরাপদ আশ্রয়ে থাকলে গভীররাতে গুলির শব্দ ঘুমের ব্যাঘাত ছাড়া আর তেমন কোন ক্ষতিই করতে

বিশ্ববিদ্যালয় : পৃঃ ১১ কঃ ৫

বিশ্ববিদ্যালয় : এসব কি হচ্ছে

(১ম পাতার পর)

পারে না। কিন্তু অশ্লীল গালাগালির মধ্যে ফ্যামিলি নিয়ে বাস করা যে কি যন্ত্রণার তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

গত বুধবার ছাত্রলীগের মন্টুগ্রুপ জহুরুল হক হল দখলের পর থেকে এ গোলাগুলি ও গালাগালি বর্ষণ শুরু হয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই মধ্যরাতে জহুরুল হক হল থেকে ছাত্রলীগ মন্টুগ্রুপ এবং সলিমুল্লাহ হল থেকে ছাত্রলীগের (মে-ই) তরুণরা গোলাগুলি এবং গালাগালি বর্ষণ শুরু করে।

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসীদের মধ্যে গালাগালির এ ধারা নতুন নয়। ইতিপূর্বে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরাও বন্দুকযুদ্ধ চলাকালে হারমোনিয়াম বাজিয়ে পরস্পরের প্রতি গালাগালি করতো।

একই স্টাইলে গালাগালির এখানো প্রচলন রয়েছে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ স্মৃতি ও নজরুল ইসলাম হল দু'টির পাশেই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ফজলে রাব্বী হল। মাঝে মাঝে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের মধ্যে প্রচণ্ড গালাগালি বর্ষণ শুরু হয়। মুখেমুখে গাল দিতে দিতে ক্লান্ত ছাত্ররা কখনো এ কাজে মাইক ব্যবহারও করে। শুধু তাই নয়; জানা গেছে ছাত্রদের কাছে অশ্লীল গালাগালির রেকর্ড করা ক্যাসেটও আছে। মাঝে মাঝে ক্যাসেটও বাজানো হয় একাজে।

মেডিক্যাল ও বুয়েটের ছাত্রদের গালাগালি শুরু হয় আবার একটু ভিন্ন কৌশলে। তাদেরও একজন দলনেতা থাকেন। দলনেতাকে বলা হয় স্টাইকার। উভয়পক্ষের একজন করে স্টাইকার থাকে। অশ্লীল গালাগালিতে হলের সেরা ব্যক্তিকে ছাত্ররা স্টাইকার নির্বাচন করে।

স্টাইকার কোন বিরতি ছাড়াই অবিরাম প্রতিপক্ষের প্রতি গালাগালি করতে থাকে।

প্রতিপক্ষকে আঘাত করার নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার করে এগিয়ে যায় তারা। প্রযুক্তিকেও ব্যবহার করে এ কাজে।